জিএসটির এক বছর পূর্তি, কতটা লাভবান হলেন দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: পণ্য পরিষেবা কর চালু করার পরে কেটে গেল একটা বছর। গত বছর ৩০ জুন মধ্যরাতে সংসদে বিশেষ অনুষ্ঠান করে গোটা দেশের জন্য এটি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু কর ব্যবস্থায় এমন সংস্কারের আগে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল দীর্ঘ ১৭ বছর।

চালু হওয়ার আগে কখনও মেনে নেওয়া আবার কখনও বা বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে পণ্য পরিষেবা করকে (জিএসটি)। ফলে এই কর সংস্কার কয়েক ধাপ এগোলেও সময় সময়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। এই দীর্ঘ পথ চলায় দিল্লিতে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে, প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রীর বদল ঘটে গিয়েছে কয়েকবার। কংগ্রেস বিজেপি-র শাসক-বিরোধী অবস্থান যেমন বদলেছে তেমনই আবার জিএসটি চালুর প্রস্তাব ও বিরোধিতা ঘিরে অদ্ভুতভাবে অবস্থান বদলাতে দেখা গিয়েছে দেশের দুই প্রধান দলকে।

১৯৯৯: প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলেই প্রথম জিএটি-র ভাবনা। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বিমল জালান, সি রঙ্গরাজন ও আই জি পটেলের সঙ্গে এক বৈঠকে পণ্য পরিষেবা কর চালুর কথা ভাবা হয়।

২০০০: এরপর পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে এমপাওয়ার্ড কমিটি গঠন করে এই নিয়ে কাজ শুরু হয়।

২০০৩: বিজয় কেলকারের নেতৃত্বে এই জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়।

২০০৫: কেলকার কমিটির জিএসটি চালু করার সুপারিশ করেন।

২০০৬: পি চিদম্বরমের তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রথম জিএসটি চালু করার কথা ঘোষণা করেন। লক্ষ্য স্থির হয় ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে নয়া কর ব্যবস্থা চালু করার।

২০০৯: অসীম দাশগুপ্তর নেতৃত্বাধীন কমিটির তৈরি নকশার ভিত্তিতে জিএসটি-র মূল কাঠামো ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তখন অবশ্য গুজরাত, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি এই কর চালুর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন।

২০১০: তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো তৈরি কাজ শুরু হলেও ১ এপ্রিল থেকে জিএসটি চালু করা গেল না।

এক বছর আগে জিএসটির উদ্বোধন করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মোদী।

২০১১: জিএসটি চালুর জন্য সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়া পেশ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু বিজেপির আপত্তির জেরে বিল পাঠাতে হয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে।

২০১২: অর্থমন্ত্রকে দায়িত্বে ফের আসেন চিদম্বরম। এরপর ওই বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মতবিরোধ কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে।

২০১৩: রাজ্যগুলির সমর্থন পেতে কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজস্ব ক্ষতিপূরণ মেটানোর ঘোষণা করেন চিদম্বরমের। এরপরেই অনেক রাজ্য নরম হলেও গুজরাতের মোদী সরকার বিরোধিতায় অনড় থাকে।

২০১৪: দিল্লিতে পালা বদলের পর নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নতুন জিএসটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন তাঁর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। আর তা দেখে অবার আপত্তি তোলে কংগ্রেস।

২০১৫: ২০১৬-র ১ এপ্রিল থেকে জিএসটি চালুর লক্ষ্য নিয়ে মে মাসে লোকসভায় বিল পাস হলেও তারপরে তা আটকে যায় রাজ্যসভায়।

২০১৬: আগস্ট মাসে রাজ্যসভাতেও সংবিধান সংশোধনী বিল পাস হয়। বেশিরভাগ রাজ্যের সম্মতি মেলে এবং তা রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে জিএসটি পরিষদ গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান হন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের পদে আনা হয় পশ্চিবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে। শুরু হয় জিএসটি সংক্রান্ত বিলের খসড়া তৈরির কাজ।

২০১৭: মার্চে জিএসটি-র চারটি বিল লোকসভায় পাস, রাজ্যগুলিরও নিজস্ব জিএসটি বিল পাশ করানো শুরু হয়। নানা বিরোধিতা ও টালবাহানা করলেও জুন মাসে জিএসটি চালুর অর্ডিন্যান্স মমতা সরকারের। স্থির হয় ১ জুলাই থেকে জিএসটি চালু করার জন্য ৩০ জুন মধ্যরাতে সংসদের সেন্ট্রাল হলে বিশেষ অনুষ্ঠান করার।

ফলে সেদিন স্বাধীনতার ৭০ বছর পর আবারও সংসদে মধ্যরাতের অধিবেশন হয়েছিল। মধ্যরাতের অধিবেশনে সংসদের সেন্ট্রাল হলে অ্যাপের মাধ্যমে চালু হল পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এহেন বিপ্লব।

ঘড়ির কাঁটা রাত ১২ টার ঘুর ছুঁতেই অ্যাপের বোতাম টিপে এক দেশ এক কর-এর যাত্রা শুরু করলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরই সঙ্গে ১৭ ধরনের ট্যাক্স ও ২৩ ধরনের সেস-এর অবসান ঘটিয়ে লাগু হল পণ্য পরিষেবা কর। সেদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, অন্যান্য মন্ত্রীরা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ দেবেগৌড়া, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ, লালকৃষ্ণ আদবানি, শরদ পাওয়াররা। সিপিএম এই অনুষ্ঠান বয়কট করলেও জিএসটি কমিটির প্রথম প্রধানের দায়িত্বভার সামলানোর জন্য বিশেষ আমন্ত্রণে হাজির ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত।

আরবান ক্লাবে রাউন্ড টেবিল ইন্ডিয়া কলকাতা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষকে প্রাইড অফ বেঙ্গল সম্মানে ভূষিত করা হল। ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

দেশের ট্রাক ড্রাইভারদের শরীর নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার: ট্রাকে মাল পরিবহন শিল্প ভারতের উন্নতিশীল অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং আমাদের দেশের উন্নতির রাস্তায় একটি অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ট্রাক ড্রাইভারদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার ওপর পেশগিত চাপ ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের এবং কাজের পরিবেশের প্রভাব ট্রাক ড্রাইভারদের ওপর সরাসরি কেমন পড়ে তা জানতে নেতৃত্বস্থানীয় গবেষণা সংস্থার কানটার আইএমআরবি, ক্যাস্টল ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় ১,০০০-এর বেশি ট্রাক ড্রাইভারদের ওপর এক মাস ধরে গবেষণা চালায়।

ট্রাক ড্রাইভারদের মধ্যে কাজ সংক্রান্ত আঘাত লাগার প্রবণতা খুব বেশি এবং কাজ করতে করতে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই গবেষণার ফলাফল আমাদের ট্রাক চালকদের ভাল থাকা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বুঝতে সাহায্য করে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ৫০ শতাংশ বেশি ট্রাক চালক ড্রাইভিং সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যায় ভোগেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ৬৩ শতাংশ ট্রাক চালকদের জন্যে তাদের স্বাস্থ্য তাদের জীবনের প্রথম তিনটি অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে না।

অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কাজের সময়, লম্বা সময় ধরে বাড়ি এবং পরিবারের থেকে দূরে থাকা, খারাপ রাস্তা এবং কঠিন ড্রাইভিং কন্ডিশন এই সবকিছুই ট্রাক চালকদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ৫০ শতাংশ ট্রাক চালকদের ট্রিপ ১২ ঘণ্টার বেশি হয় এবং ৪৬ শতাংশ ছয় ঘণ্টার বেশি একনাগাড়ে ট্রাক চালিয়ে যান। এটা লম্বা সফরের ট্রাক চালকদের কঠিন জীবনযাত্রার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানসিক এবং দৈহিক সুস্বাস্থ্য ট্রাকে মাল পরিবহণ শিল্পে অত্যন্ত জরুরি। তবুও ৬২ শতাংশ চালকের গত ১ বছরে কারো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাননি।

ট্রাক চালকেরা যে এর্গোনমিক ঝুঁকির সম্মুখীন হন তার কারণ সঠিকভাবে না বসা, বার বার পিঠ এবং ঘাড় বেঁকানো, অল্প জায়গায় শুয়ে পড়া। এবং এর ফলে ঘাড়, পিঠ এবং হাড়ের জয়েন্টে ক্রনিক যন্ত্রণা শুরু হয়।

ড্রাইভারদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে কারণ ঘটায় প্রতিকূল পরিবেশ এবং রোড ট্রান্সপোর্ট শিল্পের কালচারাল ফ্যাক্টর, খারাপ ড্রাইভিং পরিকাঠামো, খারাপ গাড়ি, অস্বাস্থ্যকর খাবার ও বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা, কম বেতন, পরিকল্পনহীন ড্রাইভিং অনুসূচি, এবং বহুদিন ধরে বাড়ি থেকে দূরে থাকা। এর ফলে বেশিরভাগ চালকের জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেন না।

ক্যাস্টল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওমের ডরমেন বললেন, ''ট্রাকে মাল পরিবহণ শিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী এবং এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। একশ বছরের বেশি সময় ধরে ক্যাস্টল ভারতের ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। তাদের নিরাপত্তা এবং উন্নতভাবে থাকার জন্যে আমরা বহু কার্যক্রম সংগঠন করে থাকি। এই সাম্প্রকিত গবেষণার ফলাফল দেখে আমরা আরও জোরদার ভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান বের করার চেষ্টা করব।''

ট্রাক চলাকালীন এবং অবসর সময়ে যাতে চালকেরা কিছু সহজে হেল্‌থ টিপস মেনে চলতে পারেন সেই জন্যে মুম্বইয়ে দি যোগ ইনস্টিটিউট থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছে। তারা ট্রাক চালকদের জন্যে নির্দিষ্ট কিছু যোগাসন দেখিয়েছেন যেগুলিকে এখন ট্রাক আসন বলা হচ্ছে। পরের ছয় মাস ধরে ক্যাস্টল দেশের ট্রাক চালকদের এই যোগাসন করতে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করবে।

মাঝরাতে খোলা থাকবে বাজাব

স্টাফ রিপোর্টার: মাঝরাতেও বাজার খোলা। দোকানে-দোকানে আলো। রোজের দরকারি জিনিস, খাবারদাবার থেকে রাজ্যের নানা অংশের হস্তশিল্পীদের নজরকাড়া সৃষ্টির পসরা, রয়েছে সবই। শুক্র, শনিবার সপ্তাহে দু'দিন খোলা থাকবে গভীর রাত পর্যন্ত। সন্ধেবেলা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অংশ নেবেন লোকশিল্পীরা। অভিযিক্তা-র কাছে এই রাত বাজারের উদ্বোধন হওয়ার কথা ১৪ আগস্ট। শুরুর প্রথম চার দিন, ১৪ থেকে ১৭ আগস্ট বাজার চলবে গভীর রাত পর্যন্ত। তারপর থেকে শুক্র ও শনিবার সন্ধে থেকে বসবে বাজার। বন্ধ হবে রাত ৩টেয়। সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ছোটখাটো দোকান রয়েছে। জুড়বে আরও কয়েকটি। বাজারকে ঘিরে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে আশপাশ। পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করছে কেএমডিএ। সহযোগিতায় হকার সংগ্রাম কমিটি। সেখানে মিলবে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, ছৌনাচের মুখোশ, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার শিল্পসামগ্রী, মাদুর, বাঁশ, বেতের তৈরি জিনিসপত্র। কেএমডিএ সূত্রে খবর, সেখানে তৈরি হচ্ছে গোটা ৫০ দোকান। এর মধ্যে ২০টি খাবারের। বাজারের কাছে জলাশয়টি সাজানো হচ্ছে। কেনাকাটার পর ক্লান্ত ক্রেতারা যাতে জিরিয়ে নিতে পারেন, সেজন্য হচ্ছে বসার জায়গা। হকার কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ জানালেন, বিভিন্ন দেশে রাতে বাজার খোলা থাকে। এবার কলকাতাতেও।

বণিকমহলের কর মকুব করছে কেন্দ্র : ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: ২০১৭-য় সুইস ব্যাঙ্কে যেমন ভারতীয়দের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বেড়েছে, তেমনই বণিকমহলের লোকজনের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া ঋণ মকুব করেছে কেন্দ্র, তারা সাধারণের টাকা লুঠ করে দেশ ছেড়ে পালাতে দিয়েছে। টুইট করলেন সীতারাম ইয়েচুরি।

তিনি লিখেছেন, মোদী সরকার ঘনিষ্ঠ কর্পোরেটদের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা শোধ না করা ঋণ মকুব করেছে। মোদীর চোখের সামনে জনসাধারণের টাকা লুঠ করে ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সুতরাং সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের টাকা ৫০ শতাংশ বেড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা সুইজারল্যান্ডে কালো টাকার সামান্য অংশ মাত্রা। সিপিএম সাধারণ সম্পাদকের কটাক্ষ, ইতিহাসের মিথ্যা ভাষ্য থেকে শুরু করে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি দেওয়া, জুমলামন-এর ২০১৪-য় দেওয়া বড় বড় সব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করার সময় বা ইচ্ছা, কোনওটাই নেই। প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা পড়া থেকে ভারতীয় মুদ্রাকে আরও শক্তিশালী করা, কৃষকের আয় বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা, অজস্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শুধু আমাদের ভারতীয়দের ছোট ও অপমান করেছেন। সিপিআই নেতা ডি রাজা সুইস ব্যাঙ্কে কী করে ভারতীয়দের জমানো অর্থ বাড়ল, সে ব্যাপারে মোদীর ব্যাখ্যা চেয়েছেন। ২০১৬-য় সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের অর্থ ৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৭৬ সিএইচএফ, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকায়। সুইজারল্যান্ড যবে থেকে তাদের ব্যাঙ্কের তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা শুরু করে, তখন এটাই সবচেয়ে কম। ২০১৭য় তা বৃদ্ধি পাওয়ায় শোরগোল চলছে।

নেট দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটাচ্ছেন মুকেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: একটা রিলায়েন্স জিও প্রোজেক্ট এনে টেলিকম দুনিয়া 'বিপ্লব' ঘটিয়ে দিয়েছিলেন মুকেশ আম্বানি। এবার তেমনই আরও একটি ধামাকাদার প্রোজেক্ট নিয়ে আসছেন এই বিলিয়নার শিল্পপতি। নাম ফাইবার টু দ্য হোম 'ওরফে' এফটিটিএইচ। অর্থাৎ এবার ব্রডব্যান্ড দুনিয়ায় বুলেট ছোটাবেন মুকেশ অম্বানি।

এফটিটিএইচ যার মানে ফাইবার টু দ্য হোম। বাড়িতে ব্রডব্যান্ড সেটআপ হবে পুরোটাই ফাইবার তার দিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফাইবার তারে ইন্টারনেটের গতি কয়েকশো গুণ বেশি পাওয়া যায়।

সাধারণত, ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় একটা অংশ অবধি ফাইবার তারের মাধ্যমে ইন্টারনেট আসে।

কিন্তু বাড়িতে ব্রডব্যান্ড সেট আপ তৈরি করা হয় কপার তারে। যার ফলে ইন্টারনেটের গতি কমে যায়।

জানা যাচ্ছে, এবার পুরো ব্রডব্যান্ড পরিকাঠামোই তৈরি হবে ফাইবার তার দিয়ে। ইন্টারনেট স্পিড পাওয়া যাবে ১০০ এমবি প্রতি সেকেন্ড। এছাড়া অফুরন্ত ভয়েস কল, ভিডিও দেখার সুবিধা থাকবে। যদিও মুকেশ আম্বানির এই পরিকল্পনা কোনও নতুন নয়। কলকাতা, চেন্নাইয়ে ফাইবারে তারের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দিচ্ছে বিএসএনএল-ও। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যে ব্যাপ্তি নিয়ে বাজারে রিলায়েন্স ব্যবসা করতে নামবে, তাতে সেই 'জিও-র ঝলক' ফের দেখবেন দেশবাসীরা।

অবশেষে স্বস্তি, চলবে মেট্রো

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দিল্লিবাসী। বেতন বৃদ্ধি সহ একগুচ্ছ দাবিতে দিল্লি মেট্রোর কর্মীদের ডাকা প্রস্তাবিত ধর্মঘটে শুক্রবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। এর আগে শুক্রবার সকালে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বা ডিএমআরসি এবং কর্মীদের মধ্যে একদফা বৈঠক হয়। কোনও ফল না মেলায় শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন দিল্লি মেট্রোর কমপক্ষে ৯০০০ কর্মী। চিন্তিত ডিএমআরসি ধর্মঘটকে চ্যালেঞ্জ করে জরুরি ভিত্তিতে শুক্রবারই দিল্লি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলের দ্বারস্থ হয়। তিনি মামলাটি শুনানির জন্য বিচারপতি বিপিন সাংঘির এজলাসে পাঠান। আদালতে আবেদনে ডিএমআরসি-র বলে, দিল্লির লাইনলাইন হিসেবে পরিচিত বিপিন সাংঘির এজলাসে পাঠান। আদালতের আবেদনে ডিএমআরসি-র বলে, দিল্লির লাইনলাইন হিসেবে পরিচিত মেট্রো পরিষেবা থমকে গেলে রাজধানী স্তব্ধ হয়ে যাবে। শুনানি শেষে বিচারপতি বিপিন সাংঘি পাঁচ পাতার নির্দেশিকায় বলেন, জনসেবামূলক পরিষেবা দিল্লি মেট্রোয় প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন। সেজন্য পরবর্তী ধর্মঘটে অন্তবর্তীকালীন স্বস্তি। জরুরি ৩০ জুন থেকে মেট্রো কর্মীদের ডাকা ধর্মঘটে স্থগিতাদেশ দিল আদালত। আগাম নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত কর্মীরা কোনওরকম ধর্মঘট করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও আগেই সতর্ক করেছিলেন মেট্রো কর্মীদের ধর্মঘট রুখতে প্রয়োজনে তাঁর সরকার এসেনশিয়াল সার্ভিস মেইনটেন্যান্স অ্যাক্ট বা ইএসএমএ জারি করবে। উপ মুখমন্ত্রী মণীশ সিশোদিয়াও মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন।

কিন্তু তখনও কোনও ফল না মেলায় ধর্মঘটে অনড় ছিলেন কর্মীরা। তবে এবার হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ আসায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং দিল্লিবাসী।

নতুন করে শুল্ক বসালেন ট্রুডো

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন: ফ্লোরিডা জুস থেকে টয়লেট পেপার বেশ কিছু মার্কিন পণ্যে বাড়তি শুল্ক চাপিয়ে 'বাজার গরম করল' কানাডা।

ইটের জবাব পাটকেলে দেওয়ার চেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মিত্র রাষ্ট্রের'। এর আগে মার্কিন ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামে শুল্ক চাপিয়ে ট্রাম্পের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। পাল্টা আমদানি শুল্ক চাপায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ও। এবার নতুন করে বেশ কিছু মার্কিন পণ্যে শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডা।

ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর চাপানো শুল্ক থেকে ১৬৬০ কোটি কানাডা ডলার তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ট্রুডো প্রশাসন। সে দেশের জাতীয় ছুটি রবিবারে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। উল্টো দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের একদিন আগে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় 'একদা মিত্ররাষ্ট্র' কানাডা প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল বলে মনে করছেন কূটনীতিক বিশেষজ্ঞরা।

কানাডা প্রশাসন যদিও সাফাই গেয়ে জানিয়েছে, রাগের বশবর্তী হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। মার্কিন পণ্যে শুল্ক চাপানো যে দুর্ভাগ্যজনক বলে জানায় কানাডা। প্রায় ফ্লোরিডা জুস, টললেট পেপার, সবজি-র মতো প্রায় ২৫০টি পণ্যে আমদানি শুল্ক বসিয়েছে কানাডা।

নয়াদিল্লিতে রিইউনিটের মোবাইল অ্যাপের সূচনা করছেন বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। ছবি : পিআইবি